ছড়া ও পড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ :
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

ছড়া ও পড়া

পালোয়ান

ফটিকচাঁদ বাবু,
শীতে খান সাবু,
গরমেতে ঘোল
বছর ভরে রোজ দুবেলা
গাঁদালের ঝোল
এই বড় জোয়ান !
বেজায় পালোয়ন !
কাঠির মত শক্ত
ঘুসির চোটে ঠিকরে ওঠে,
ছারপোকার রক্ত

বীর ফটিকচাঁদ
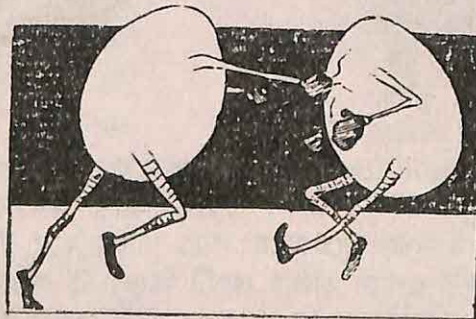
আরে—আরে—কুস্তিগীর, ঘুসোঘুসি রাখো,
ঠুনকো ভুঁড়ি ফাটিয়ে কেন মুখে কালি মাখো ।

তা ত বটেই

॥ ১ ॥

পূজার কাপড় সবাই পেলে,
পূজার জূতো, জামা ;
আমার তরে কি কাপড় এ
আনলে কিনে মামা ?

॥ ২ ॥

এই দেখ তা, টেনে টুনে
যেমন করেই পরি,
কোঁচায় নাই এক রত্তি—
কাছার ভারেই মরি !

॥ ৩ ॥

কাপড় খানায় আরো দেখ,
কত রকম ভুল ;
পাশের চেয়ে লম্বে ছোট,
উপর দিকে ঝুল !

॥ ৪ ॥

এ ছাই কাপড় চাই না মামা,
নই ত আমি কানা—
মুখেই শুধু আদর তোমার,
সব গিয়াছে জানা !

॥ ৫ ॥

ঠিক বটে ত ! দুঃখে নলু
কাঁদবে না ত কি !
যেমন মামা, উচিত সাজা
গরম ভাতে ঘি !
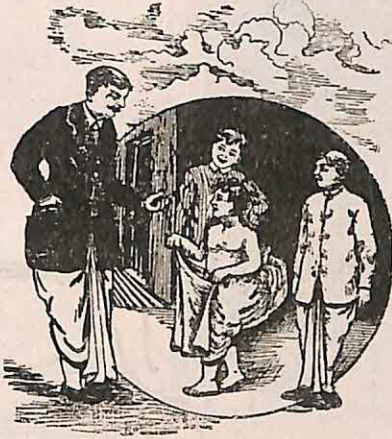
পড়ার গাছ

মণিরামকে খেলিতে বল, ছুটিতে বল, লাফাইতে বল, সকল বিষয়েই সে ওস্তাদ্ । কিন্তু পড়িতে বল, অমনি তার মাথাটি হেঁট ! মণির বাবা এক একখানি করিয়া দশখানি 'প্রথম ভাগ' কিনিয়া দিয়াছেন । মণিরাম দশদিনে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে আজ যেখানি দেন, কাল আর তাহার চিহ্নও পাওয়া যায় না । এইভাবে বই কিনিতে কিনিতে তিনি হার মানিয়াছেন ।

শেষে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া মণির বাবা 'প্রথম ভাগের' বীজ আনিয়া মাটিতে পুঁতিলেন এবং রোজ রোজ জল দিতে লাগিলেন । সাতদিন পরে সেই বীজ হইতে ছোট একটি গাছ বাহির হইল । ক্রমে ডালা-পালা বাহির হইয়া গাছটি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিল, তখন তাহাতে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' প্রভৃতি ফল ঝুলিতে লাগিল ।

মণি ত অবাক ! বই ছিঁড়িয়া ফেলা সহজ, কিন্তু এত বড় গাছ ত কাটিয়া ফেলা চলে না । মণির বাবা রোজ রোজ আঁকশি দিয়া দুই একটি করিয়া ফল পাড়েন, আর মণি তাহা লইয়া বেশ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে থাকে ! এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ফলগুলির সহিত তাহার পরিচয় হইয়া গেল ।

* * *

এখন মণি একটু বড় হইয়াছে ; সহজ সহজ বই পড়িতে আর তাহার বাধে না !

অঙ্কের মাষ্টার
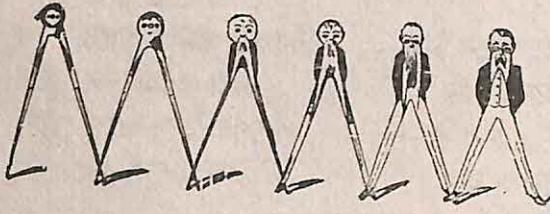
আগে ছিল কম্পাস—ঠ্যাং দুটি সরু,
ক্রমে তায় দেখা দিল নাক, চোখ, ভুরু ।
পরে যেন কালপেঁচা ভাবনায় ভোর,
তারপর বুড়ো এক-বয়সে সত্তর ।
নেড়ামাথা, গোঁফ ছাটা, দাড়ি-অবতার,
ঠিক যেন আমাদের অঙ্কের মাষ্টার !

হায় রে কপাল
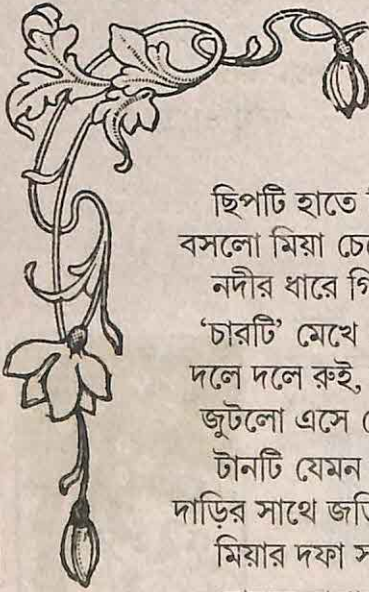
ছিপটি হাতে নিয়ে
বসলো মিয়া চেপে চুপে
নদীর ধারে গিয়ে ।
'চারটি' মেখে ফেলা,
দলে দলে রুই, কাতলা
জুটলো এসে মেলা !
টানটি যেমন মারা,
দাড়ির সাথে জড়িয়ে সুতা
মিয়ার দফা সারা !
মাছের দাপাদাপি,
চড়-চড়-চড় ছেঁড়ে দাড়ি,
বুকটা উঠে কাঁপি !
চক্ষে বহে পানি,
ষাঁড়ের মত চেঁচায় মিয়া
বলে 'কোথায় নানী !'

বোকচন্দ্র কে ?
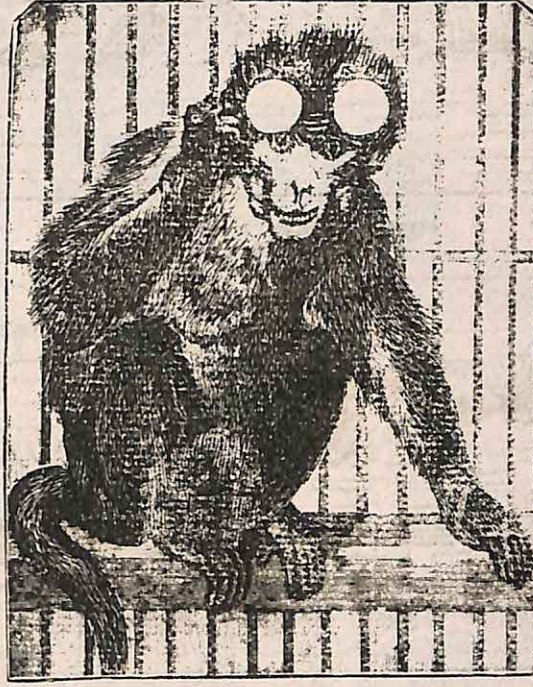
পূজার ছুটি—রমেশ তার দাদার সহিত চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছে। সাপের ঘর, বাঘের ঘর, পাখির ঘর—এক এক করিয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রমেশের আনন্দের সীমা নাই। সে তার দাদাকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করিতেছে! আর তার দাদা—বয়সে খুব বেশী বড় না হইলেও, হাজার হক, দাদা ত বটে—কোন কোন কথা শুনিয়াও শুনিতেছে না, কোন কোন কথার অতি অদ্ভুত রকমের উত্তর দিতেছে। আর মাঝে মাঝে—'দুর বোকা, এটা জানিস না, ওটা জানিস না'—বলিয়া নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিতেছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা বানরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। এমন চালাক-চতুর চঞ্চল প্রাণী আর দুটি নাই। সারাদিনই কেবল হুপ-হাপ, দুপ-দাপ। সারাদিনই মারামারি কাড়াকাড়ির চেষ্টা। রমেশ রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়া এক মনে একটা বানরের মুখ-ভঙ্গি দেখিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে আর একটা বানর আসিয়া তাহার হাতের রুমালখানা লইয়া দে ছুট!

এই ঘটনায় তার দাদা তো চটিয়া লাল! 'বোকা' 'আহাম্মক' 'বোকচন্দ্র'—এই রকম আরো কত গালাগালিই না করিল! আহা, বেচারা রমেশের মুখটি একেবারে চুন! এদিকে কিন্তু বেশ একটা মজা হইল। বুদ্ধিমান দাদা গালাগালি দিতে দিতে অন্যমনস্ক ভাবে যেই খাঁচার একটু কাছে গিয়াছে, অমনি সেই বানরটা হাত বাড়াইয়া তাহার নাকের উপর হইতে চশমা জোড়া টানিয়া লইল এবং বেশ করিয়া নিজের খাঁদা নাকে পরিয়া বসিল! রমেশের দাদার তখন কি অবস্থা, তাহা বুঝিতেই পার!

সেই ঘরে আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন কিছু কৌতুক-প্রিয়। দাদার দুর্দশা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মশাই, বোকচন্দ্র কে?' বানরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, সে-ও যেন ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে!

একে আর !
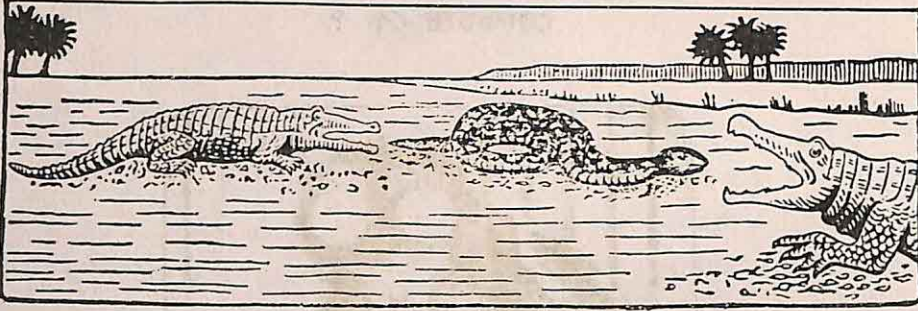
আমি খাবো, কি, তুমি খাবে,

একটু পরেই দেখতে পাবে।
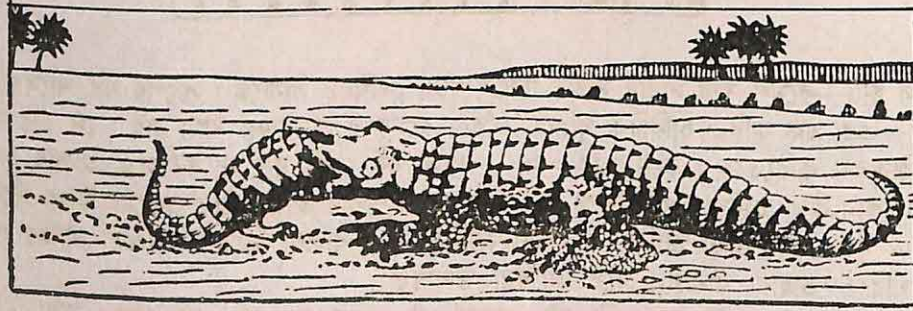
ফুরিয়ে গেল সব চালাকি,
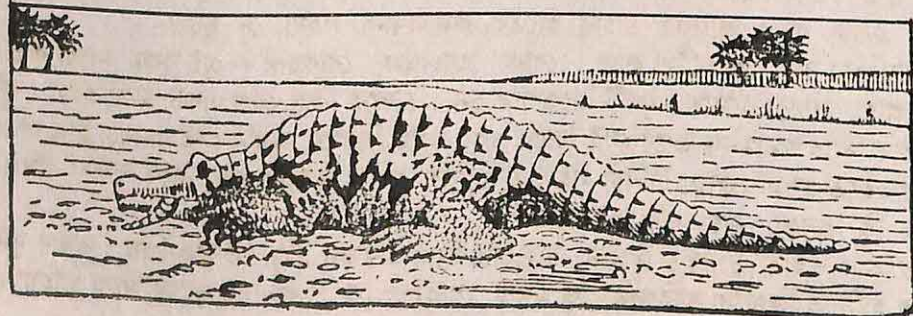
লেজটুকু যা গিলতে বাকি।

কলের গাড়ি

॥ ১ ॥
আমার এ কলের গাড়ি,
হরষে চার পা নাড়ি
আপন বেগে চলে,
ডাঙায় যেমন সহজ ভাবে,
ঠিক তেমনি জলে !

॥ ২ ॥
তোমাদের মোটর-গাড়ি
জলেতে মারতে পাড়ি
উলটা বাজী খায়,
আমার এ নূতন মোটর
জলেও ছুটে যায় !

॥ ৩ ॥
তোমাদের জাহাজ ভেসে
ডাঙাতে লাগলে এসে
আর চলে না মোটে ;
আমার এ নূতন জাহাজ
স্থলেও বেশ ছোটে !

॥ ৪ ॥
আর যত বাহন আছে,
দাঁড়ায় এ গাড়ির কাছে
শক্তি হেন কার !
নূতন কলের গাড়ি এ যে
অতি চমৎকার !

বাঘের ধাই-মা

তোমরা কেহ মা-হারা শিশু দেখিয়াছ ? যার মা নাই, তার মত দুঃখী আর কে ! কিন্তু তোমরা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে, এরূপ শিশুকে সকলেই যেন আরো বেশী করিয়া আদর দিতে থাকে । বাবার কথা ছাড়িয়া দাও—ভাই-বোন, মাসি-পিসি সকলের কোলে কোলেই সে মানুষ হয় । এমন কি, পাড়াপড়শিও তার জন্যে ব্যস্ত হইয়া উঠে ।

ঐ যে দুটি বাঘের ছানা দেখিতেছ, এই ছোট বেলাতেই উহারা মা-হারা হইয়াছে । কিন্তু উহাদের তো আর বাবা-দাদা নাই, মাসি-পিসি নাই, কে পালন করিবে !

ভগবানের কি কৌশল ! কাছে পাইলে বাঘ যাহাদের ঘাড় ভাঙিতে ছাড়ে না, সেইরূপ একটি নিরীহ জন্তুর প্রাণে কি আশ্চর্য মাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছে ! ঠিক নিজের ছানাদের মত করিয়া কুকুর বাঘের ছানা দুটিকে পালন করিতেছে ।

এরূপ ঘটনা এই নূতন নয় । মা-হারা খরগোস বিড়ালীর কোলে এবং বাঘে ধরা খোকা-খুকি বাঘিনীর কোলে বড় হইয়াছে, এমন কথাও শুনা যায় ।
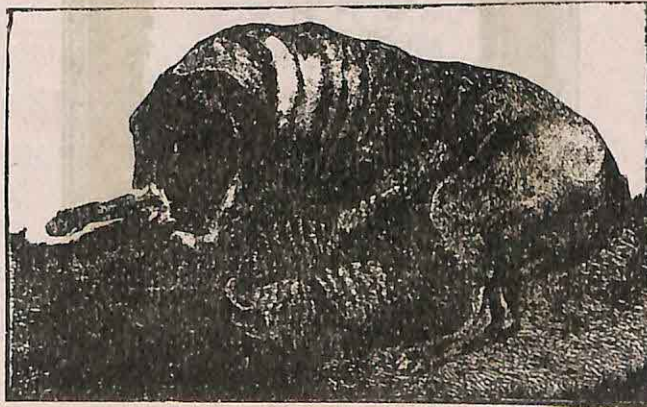
প্রার্থনা

॥ ১ ॥

জগতের পিতা তুমি
করুণা নিধান,
হীনমতি শিশু মোরা
দুর্বল অজ্ঞান।

॥ ২ ॥

ছোট প্রাণে আমাদের
দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও
স্বরগের ভাষা ;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে
তব নাম-গান !

॥ ৩ ॥

সুখে দুঃখে চিরদিন
যেন দয়াময়,
তোমাতে সুমতি থাকে,
পাপ-পথে ভয় ;
এই আশীর্বাদ, প্রভু,
করো সবে দান।

॥ ৪ ॥

অসহায় সন্তানের
সাথে সাথে থাকো,
তোমার কার্যেতে সদা
নিয়োজিত রাখো ;
ধন্য হক এই ক্ষুদ্র
দেহ, মন, প্রাণ !
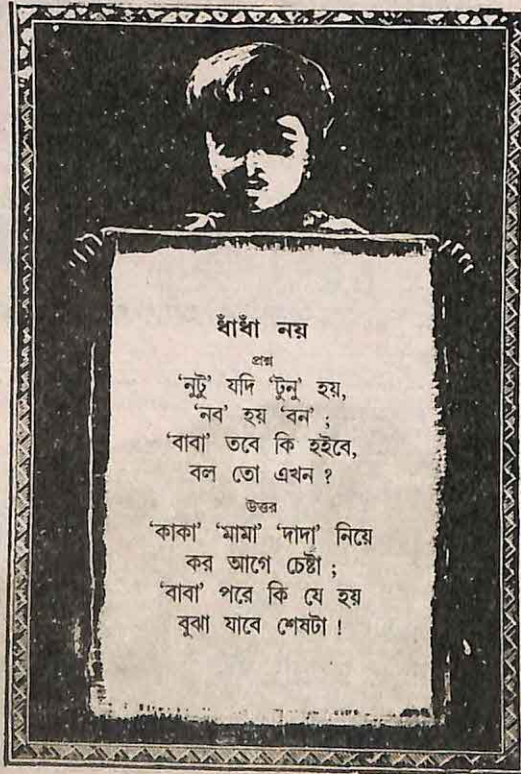
ধাঁধা নয়

প্রশ্ন

'নুটু' যদি 'টুনু' হয়,
'নব' হয় 'বন' ;
'বাবা' তবে কি হইবে,
বল তো এখন ?

উত্তর

'কাকা' 'মামা' 'দাদা' নিয়ে
কর আগে চেষ্টা ;
'বাবা' পরে কি যে হয়
বুঝা যাবে শেষটা !

পুষির চিঠি

বিড়ালের অনেক বিদ্যার কথাই আমরা জানি, কিন্তু সে যে তোমার আমার মত চিঠি-পত্র পড়িতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কঠিন হইলেও, নিচের গল্পটি একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে।

এক মেমের একটি বিড়াল ছিল। তার দুটি চক্ষু যেন জ্বলিত ! বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সহিত পুষির খুব ভাব ছিল। দূরে গেলে তাহারা পুষিকে চিঠি লিখিত এবং সেই চিঠি তাকে পড়িয়া শোনান হইত। এইরূপে চিঠি পাইতে পাইতে আপনার চিঠি আপনি বাছিয়া লইতে শিখিল। একদিন আর এক মেম পুষির মনিবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। পুষির রূপ-গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে শুনিলেন যে, পুষি পড়িতে পারে ! বলিলেন, 'সত্যি ! কই আমাকে দেখাও দেখি ?' পুষির মনিব বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি আজ বাড়ী গিয়ে পুষিকে একখানা চিঠি লিখো এবং কাল সকালে ডাক আসবার আগে এখানে এসে অপেক্ষা করো। দেখবে, পুষি নিজের চিঠি বেছে নেয়, কিনা ?' মেম ঠিক তাহাই করিলেন। পরদিন যথাসময়ে ডাকে চিঠি আসিল। চিঠিগুলি পুষির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলা হইল, 'পুষি, তোর চিঠি বেছে নে।' তখন পুষি থাবা দিয়া চিঠিগুলি সরাইয়া তাহার ভিতর হইতে নিজের চিঠিখানা বাহির করিয়া লইল। কি আশ্চর্য ! এমন ঘটনার কথা তোমরা আর শুনয়াছ কি ?

সন্দেশের হিসাব

॥ ১ ॥

একটি হাতে তিনটি আছে,
আরেক হাতে ছয় ;
যোগ করিয়া খাই যদি
'নয়টি' শুধু হয়।

॥ ২ ॥

বিয়োগ যদি করি, মোটে
'তিনটি' হবে খাওয়া ;
ভাগ করিলে, 'দু'য়ের' বেশী
যাবে না ক পাওয়া।

॥ ৩ ॥

এখন থেকে দুইটি হাতে
যতগুলি পাবো,
সবার আগে গুণ করিয়া
তার পরেতে খাবো ।

॥ ৪ ॥

একটু মাথা ঘামিয়ে যদি
'আঠারটি' পাই,
বোকার মত কেন তবে
অল্প খেতে যাই !
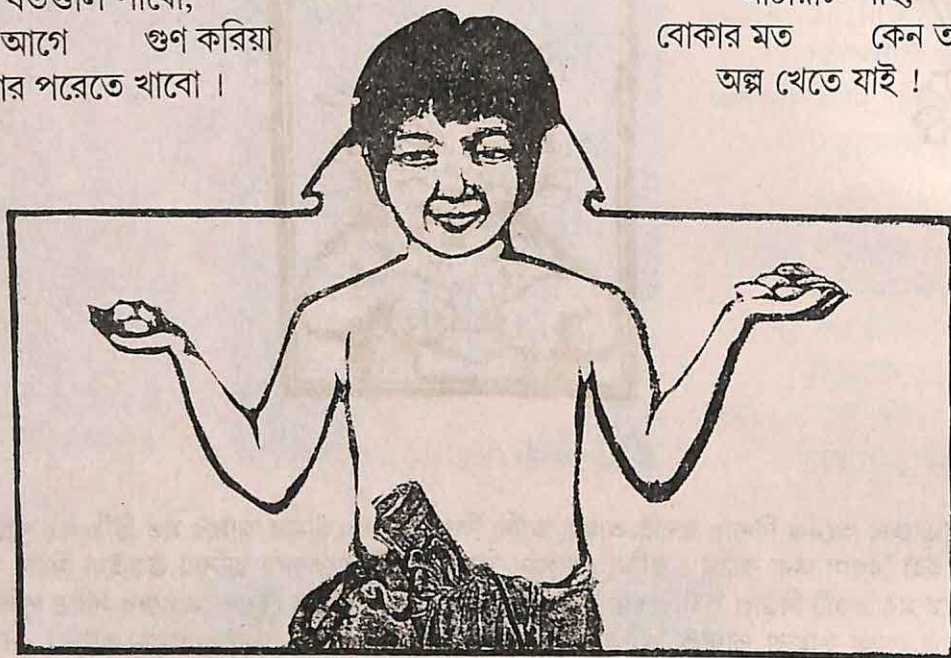
ওস্তাদ্

॥ ১ ॥

আঁক্‌তে যখন বসি,
খাতার পরে ফুরায় খাতা,
শুকায় দোতের মসি ।

॥ ২ ॥

আমার হাতের ছবি
এক্কেবারে হুবাহুব—
যেমনটি যা, সবই ।

॥ ৩ ॥

কুমির যখন আঁকি,
সাধ্যি কি যে ভাববে সেটা
ভুতুম দেশের পাখি !

॥ ৪ ॥

আঁক্‌লে পরে মাছ,
ভূলেও কেউ বলবে না যে
রামছাগলের নাচ !

॥ ৫ ॥

আমার খুকী, খোকা,
হাতিও নয়, ঘোড়াও নয়,
নয় কো তেলাপোকা !

॥ ৬ ॥

ভাবছো, এ সব ছার ;
তোমার মত বুদ্ধি মোটা
ভাবরে কি বা আর !

॥ ৭ ॥

বুঝছো তুমি ছাই ;
খুঁতটি ধরার আগে বাপু,
কায়দা শেখা চাই !

কুকুর পণ্ডিত

কোন কোন জীবজন্তু মানুষের ভাষা বেশ বুঝিতে পারে, একথা আমরা সকলেই জানি। গরু-ছাগল রাখালের কথা মানিয়া চলে। কুকুর-বিড়াল উঠিতে বলিলে উঠে, বসিতে বলিলে বসে।

পশু-পক্ষীর এরূপ ক্ষমতা থাকা আমাদের পক্ষে সুবিধারই কথা। কিন্তু তারা যদি স্কুলে গিয়া পড়াশুনায় আমাদের ছেলে-মেয়েদের সহিত টক্কর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে, তবেই মুশকিল ! মনে কর, তুমি একটা অঙ্ক লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছ। বার বার চেষ্টা করিয়াও উত্তর মিলাইতে পারিতেছ না ; তখন হঠাৎ যদি বাড়ির কুকুরটা আসিয়া তোমার ভুল দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে কি মনে হয় ? অপমানে চোখ, মুখ লাল হইয়া উঠে না কি ?

জামনীর একটি ছোট মেয়ের ঠিক এই দশা হইয়াছিল। একদিন তার মা দু'য়ে দু'য়ে কত হয়, এই সহজ কথাটা তাকে বুঝাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন তাহাদের 'রল্‌ফ' নামক কুকুর মাটিতে চার বার পা ঠুকিয়া বুঝাইয়া দিল যে, দুইয়ে দুইয়ে 'চার' হয়। কুকুরের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া মা তো একেবারে অবাক ! ক্রমে তিনি দেখিলেন, 'রল্‌ফ' যে শুধু অঙ্ক কষিতে পারে তা নয়, কতকগুলো অক্ষরও চিনে।

এই ঘটনার পর 'রল্‌ফে'র লেখাপড়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। আমরা শুনিয়াছি, শেষে সে এতটা উন্নতি করিয়াছিল যে, ভারি ভারি অঙ্ক কষিতেও তাহার বাধিত না। 'রলফ' কেমন চিঠি লিখিতে শিখিয়াছিল, তাহার নমুনা দেখ। এক ডাক্তারকে সে এই চিঠি লেখে—

"প্রিয় ডাক্তারমশাই"

এখনি আসুন। আমার জন্য ছবি আনবেন।

ইতি—

আপনার

"রল্‌ফ।"

ভারি সুবিধা !

॥ ১ ॥

পাঠশালাতে
যেদিন পড়া সুরু
সেদিন থেকে দাশুর কানে
নজর দিলেন গুরু !

॥ ২ ॥

টানের চোটে
বাড়লো ক্রমে বেশ,
তাতেই কিন্তু দাশুর এখন
মজাটি একশেষ !

॥ ৩ ॥

রাত্তিরে খুব
ঠাণ্ডা যেদিন থাকে,
লেপের মত কানটি টেনে
অঙ্গটি তার ঢাকে !
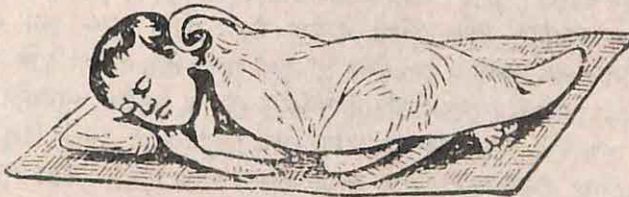
॥ ৪ ॥
মেঘের দিনে
বৃষ্টি বাদল হলে,
মাথার উপর ছাতার মত
কানটি রাখে তুলে !
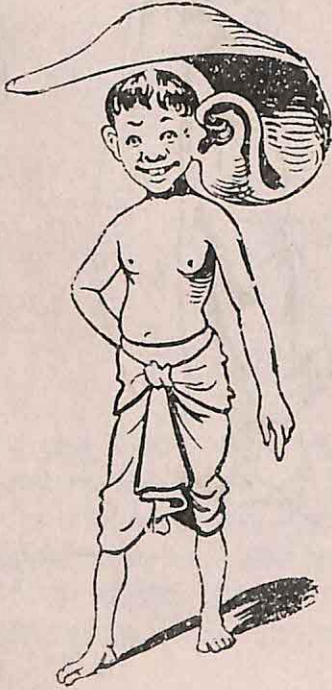
॥ ৫ ॥
রোদে যখন
আর সকলে কাবু
পাখার মত কানের হাওয়া
খান বসে বাবু !

বাঁশির গুণ

এখন আমাদের পুষিকে চেনা ভার ! এমন শান্তশিষ্ট আর দুটি নাই ! কিন্তু আগে পুষি কিরূপ বেয়াড়া ছিল, শুনিলে তোমরা আশ্চর্য হইবে। কাছে গেলে, আদর করিলে, এমন কি, দুধ-ভাত দিলেও পুষি চটিয়া উঠিত আর লেজ তুলিয়া, গোঁফ ফুলাইয়া, দাঁত বাহির করিয়া ফ্যাস-ফোঁস্ শব্দে ভয় দেখাইত।

এইভাবে কিছুকাল কাটিবার পর, একদিন আমাদের 'টোগো' গাছতলায় বসিয়া বাঁশি বাজাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ 'মিউ' শব্দ তাহার কানে আসিল ! খোঁজ করিতে করিতে টোগো দেখিল, পুষিমণি ডালের উপরে ! তাহার ভয় হইল। কি জানি, যদি লাফাইয়া পড়ে, যদি কামড়াইয়া দেয় ! পুষি কিন্তু সেরূপ কিছুই করিল না। ধীরে ধীরে নামিয়া 'টোগোর' পাশে আসিয়া বসিল আর আস্তে আস্তে তাহার গায়ে মাথা ঘসিতে লাগিল। ইহার পর টোগো যত বাজায়, পুষিও তত ভাল করিয়া মাথা ঘসে।

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৫ টাকা।

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২